দৈনিক ইনকিলাব

APR. 19 2002

মহিলা মাদ্রাসার এদিক সেদিক

এই বিশাল বিশ্ব ভূখণ্ডে নারী-পুরুষের অনুপাত অর্ধেক অর্ধেক। নারীও আজ জীবন-জীবিকার তাড়নায় ঘরের বাহির হইয়াছে। জীবন সংগ্রামে দিনমান কঠোর শ্রমে রুজি রোজগার করিয়া পুরুষের মতই সংসারে অর্থের যোগান দিতেছে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হইল কাজে-কর্মে, শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানগরিমায় নারীরা আজও বহু পেছনে। তাই নারীকে বুঝিতে হইবে জীবনে বাঁচার জন্যই খাদ্যের মতই শিক্ষাও জরুরী। তবে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় নারীসমাজ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বেদনার বিষয় হইল এই, উপমহাদেশের নারীরা এখনও মাদ্রাসা শিক্ষায় তেমন অগ্রসর নয়। মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অনেকেই উদাসীন। অথচ আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকেও আগাইয়া নেওয়া প্রয়োজন। সরকার এবং আপামর জনগণকে বুঝিতে হইবে সমাজজীবনের জন্য সকল শিক্ষাই দরকারী। নারীসমাজ স্বভাবত ধর্মভীরু। মহিলাদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্যই তাহাদের মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি প্রয়োজন। মহিলাদের মধ্যে ধর্মশিক্ষা বিস্তার লাভ করিলে কুসংস্কারের কালো অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

- মহিলা মাদ্রাসা আছে ২৫টি, কামিল পর্যায়ে কোন মহিলা মাদ্রাসা নাই
- মাদ্রাসা সিলেবাসের পরিবর্তন পরিবর্ধন আবশ্যক
- পাবলিক স্কুল ধরনের আরবী মাদ্রাসা চাই
- কামিল পাস মহিলাদের জন্য মহিলা মেডিকেল মাদ্রাসা চাই

বাংলাদেশে নারীদের উচ্চতর পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ অনুপস্থিত। মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীও এদেশে অপ্রতুল। মাদ্রাসা হইতে কামিল, ফাজেল, আলিম পাস পাত্রের জন্য মাদ্রাসায় শিক্ষিতা পাত্রী পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কারণ, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা মাদ্রাসা গড়িয়া উঠে নাই। অশিক্ষিত ধর্মপরায়ণ মায়ের প্রভাব অপেক্ষা শিক্ষিত ধর্মপরায়ণ মায়ের প্রভাব সন্তানের উপর অনেক বেশী। তাই মেয়েদেরকে মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষাদান খুবই জরুরী। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাপনা, ঈমান ও আকিদা শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা।

আজকের শিশু আগামীর নাগরিক। শিশুকে দেখ-ভাল করিয়া থাকেন মা। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধর্মীয় ও নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন এবং বিকাশে অধিকসংখ্যক মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মা সংসারে বহুলাংশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখিতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামী চিন্তাবিদ, নেতা-কর্মী ও মোহাদ্দিসগণ 'মহিলা মাদ্রাসা' স্থাপনে তেমন উদ্যোগী নন। বর্তমানে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে ব্যাপক ধস নামিয়াছে। এই ধস হইতে পরিত্রাণের জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ এখন সময়ের প্রচণ্ড দাবী।

পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত প্রগতিশীল নারীরা অনেক সময় সভা-সমিতিতে ইসলাম বিরোধী বক্তব্য দিয়া থাকেন। মাদ্রাসায় শিক্ষিতা মেধাবী মহিলার অভাবে তাহাদের অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব মহিলা সমাজে হয় না। প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান-গরিমা চেতনাসম্পন্ন মহিলার অভাবে ইসলামের আলোকিত জীবনের স্বপক্ষে মহিলাদের মধ্যে কোন আন্দোলনও দেখা যাইতেছে না। ইহাতে মনে হইতেছে, আমজনতা কেমন যেন একটা বিভ্রান্তিতে, একটা হেঁয়ালিতে কাল কাটাইতেছেন। শান্তির ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে মহিলারাই মহিলাদের বুঝাইতে পারে সহজভাবে। বিভ্রান্তি দূর করার এবং বুঝাইবার ইহাই বোধহয় সবচেয়ে সহজ পথ। মাদ্রাসায় শিক্ষিত মেয়েরা ইসলাম বিরোধী হয় না।

দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম, হাফেজ, ক্বারী ও ইমামদের প্রতি সাধারণ মানুষ খুবই শ্রদ্ধাশীল। এদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, তাই আমরা আশা করিতে পারি, মাদ্রাসায় শিক্ষিতা মহিলারাও লোকসমাজ হইতে একইরকম শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়া থাকিবেন। আর সংসারেও স্বামী মাদ্রাসায় শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে লেখাপড়া জানা থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বৈষয়িক সম্পদ ও বিত্তের প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে কম হইবার কথা। এই ধর্মপরায়ণ মহিলারা অসদুপায়ে অর্থ রোজগারে স্বামীকে নিরুৎসাহিত করিতে পারেন। নারী জাতির মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার হইলে পাশ্চাত্যের সভ্যতার বহু কুফল এবং ধ্বস হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। মা জাতির মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সূর্যকিরণের মত দীপ্তিময় হইলেই সন্তানের মধ্যে ঐসব মূল্যবোধের প্রসার সহজ হইয়া যাইত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহামারীরূপী সামাজিক ও নৈতিক অসুস্থতা দূরীভূত করিতে হইলে নারীর মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজন।

বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং সাক্ষরতা বৃদ্ধির স্বার্থে বালিকা মক্তব ও মহিলা মাদ্রাসা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মহিলা কেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এসব কেন্দ্রে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ ও সুব্যবস্থা হইতে পারে। মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মহিলা পাঠাগার, মহিলাদের উদ্যোগে প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পর্দানশীল মহিলাদের স্বাস্থ্যসম্মত শরীর চর্চা ইত্যাদি সুযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষিতা মহিলারা সমাজে নেতৃত্বের আসনে আসিলে সমাজ জরা, পাপ ও অনাচারের নাগপাশ হইতে বহুল পরিমাণে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

সমরখন্দে উলুগবেগ মাদ্রাসা ১৪১৭-১৪২০

মহিলাদের দ্বীন সম্বন্ধে ওয়াজ করিবার জন্য পুরুষ বক্তা আহ্বান করিতে হয়। মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মহিলাদের মধ্যে বহু ওয়ায়েজীন সৃষ্টি হইবে যাঁহারা মহিলাদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে বয়ান করিতে পারিবেন। মেয়েদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া মক্তব পরিচালনার উপযুক্ত করিতে হইবে। মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষিতদেরকে অবশ্যই মিলাদ পরিচালনায় পারদর্শী হইতে হইবে। মাদ্রাসা শিক্ষিতা নারী ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও অবদান রাখিতে পারেন। মাদ্রাসা শিক্ষিতা মহিলারা ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করিলে মহিলাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ হইবে। মাদ্রাসা শিক্ষিত মহিলারা ইসলামী ব্যাংক হইতে ঋণ লইয়া মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। যাহার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন মহিলা, যাহার কর্মচারীরাও হইবেন মহিলা।

কামেল ফাজেল মহিলাদের জন্য মহিলা মেডিক্যাল মাদ্রাসা স্থাপিত হইলে ডাক্তার তৈরী হইবে। পর্দানশীল মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারই তো জরুরী।

তেজগাঁয়ের রহমতে আলম ইসলাম মিশনে ফাজিল পর্যন্ত মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১৯৮৭ সন পর্যন্ত বাইশ জন এতিম বালিকা উক্ত মাদ্রাসা হইতে ফাজিল পাস করিয়াছেন। বাংলাদেশে দাখিল, আলিম, ফাজিল মিলাইয়া ২৫টি মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। কামিল পর্যায়ে এখনো বাংলাদেশে কোন মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয় নাই। মহিলা মাদ্রাসা বোর্ড, মহিলা মাদ্রাসা কাউন্সিল, মহিলা মাদ্রাসা ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করিতে হইবে। সন্তানদের ইসলামী মানস গঠনে সমাজে ইসলামী চেতনার উন্মেষ ঘটাইতে, ধর্মপরায়ণ বলিষ্ঠ নারী সমাজ গঠনে মহিলাদের মাদ্রাসা শিক্ষার কোনই বিকল্প নাই।

সন্তানের চরিত্র, আখলাক এবং মানস গঠন মায়ের জন্য ফরজ। মায়ের বড় কাজ সন্তানকে ধর্মপরায়ণ প্রকৃত মানুষরূপে গড়িয়া তোলা। মহিলা মাদ্রাসার প্রসার ঘটাইয়া এরূপ আদর্শ মা গড়িয়া তোলা অবশ্যই সম্ভব।

শিক্ষা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে ফরজ (হাদীস)। মাদ্রাসা সিলেবাসের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আবশ্যক। যুগের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রয়োজন। দুঃখের ব্যাপার হইতেছে, ছেলেদের শিক্ষার জন্যে উলামায়ে কিরাম বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু নারী শিক্ষার জন্য মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সমভাবে আগাইয়া আসিতেছেন না।

বাংলাদেশে আরবী মাধ্যমের পাবলিক স্কুল ধরনের মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের সুযোগ রহিয়াছে। কামেল, ফাজেল মহিলাদের জন্য মহিলা মেডিক্যাল মাদ্রাসা স্থাপিত হইলে ডাক্তার তৈয়ারীর পথ সুগম হইবে। মহিলা মাদ্রাসার সিলেবাসে একাউন্টিং এবং একাউন্টিং কিপিং অবশ্যই রাখিতে হইবে। মোটকথা সিলেবাস এমন হইতে হইবে- যাহাতে আধুনিক সুসভ্য অথচ জটিল জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের ইসলামসম্মত জবাব ঐ সিলেবাস হইতে পাওয়া যায়। □

-মাহ্‌জাবিন চৌধুরী